দৈনিক সংবাদ

42

তারিখ ... ... FEB. 07 2000 ...
পৃষ্ঠা 7 · কলাম 6

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার ২৩ দিন

নাসিরউদ্দিন তোতা, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার অবরোধ-হরতালের দীর্ঘ ২৩দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও চলমান অচলাবস্থা নিরসনের কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করলেও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবার মাঝে ধূম্রজাল সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকরা চলমান আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে অচলাবস্থাকে দীর্ঘায়িত করছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শিবির ক্যাম্পাসে তাদের দখলদারিত্ব সংহত করেছে। ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপ নীরবতা পালন করছে।

গত ১৯শে ডিসেম্বর ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষে দু'জন শিবির ক্যাডার নিহত হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরদিন থেকে বিশ্বদ্যিালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। পরে ১৫ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দিন থেকে শিবির ক্যাম্পাসে লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়। ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে শিবির, ছাত্রদল, জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্রসমাজ ও ছাত্র মজলিস সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নাম দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবরোধকে হরতালে রূপান্তর করে। গত ১৮ই জানুয়ারি থেকে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ফরম জমা দেয়ার নির্দেশ থাকলেও সন্ত্রাসীদের হামলার ভয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফরম জমা পড়েছে খুবই কম। গত বছর যেখানে ভর্তি পরীক্ষায় ৩১ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিল এবার সেখানে ফরম জমা পড়েছে ১৫শ'র মতো। তাই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পূর্বঘোষিত আজ (সোমবার) ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ পরিবর্তন করে তা ২২শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বর্ধিত করেছেন। এছাড়া নতুন করে ফরম বিক্রি চলবে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনে প্রশাসনের বেশ কটি উদ্যোগ ইতোমধ্যে ভেস্তে গেছে। বরং পরিস্থিতি দিনের পর দিন জটিল আকার ধারণ করছে। একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ছে। শিবির ক্যাডাররা শুধুমাত্র ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে ক্ষান্ত হয়নি তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, ডাকঘরসহ ক্যাম্পাসের অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানাদিও অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এসব করা হচ্ছে রাজনৈতিক লেবাসে গায়ের জোরে। কিন্তু শিবিরের **বিশ্ববিদ্যালয় ঃপৃঃ ২ কঃ ৫**

বিশ্ববিদ্যালয় ঃ উপায় নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপিং এবং উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও অচলাবস্থা নিরসনকে দীর্ঘায়িত করছে। তাদের মধ্যে সমন্বয় নেই। ছাত্রলীগের দীর্ঘদিন কমিটি না হওয়া, সংগঠনের ভেতর ছাত্রের চাইতে অছাত্র বেড়ে যাওয়া এবং সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে একটি অংশ অনৈতিক কাজে জড়িত হওয়ার কারণে তারা শিবিরের নানা অপকর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। বরং অগোছালো কর্মকাণ্ড করে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা প্রশাসনকে বারবার বেকায়দায় ফেলেছে। আর তাদের দ্বন্দ্বের সুযোগ নিয়ে শিবির দখলদারিত্ব সংহত করেছে।

ওদিকে শিবির আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসী কায়দায় সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। তাদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সবাই জিম্মি। শিবির সমর্থিত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নতুন করে উপাচার্য, উপ-উপাচার্য প্রক্টর ও হল প্রভোস্টদের অপসারণের একদফা দাবি তুলেছে। শিবিরের শীর্ষস্থানীয় এক নেতা সংবাদকে জানান, ছাত্রলীগের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হলে তারা আন্দোলনের শক্তিশালী অবস্থান থেকে সরে দাঁড়াবেন।

এমতাবস্থায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর জীবন অনিশ্চিত গন্তব্যে এগোচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মহলে আতংক, উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। তারা দ্রুত এ অচলাবস্থার অবসান চান।